ক্লান্তি আসে। বসে পড়ে সে—গাছ তলায়। কাঁদে····· চীৎকার করে উঠে। পেতে চায়—তা'র সত্ত্বাকে।

কিন্তু পায় কৈ ?

প্রাণ তাই বড় জ্বালায় জ্বলে।·····

ভেসে ওঠে—কত দিনের স্মৃতি।

মুছে ফেলতে চায়—সেগুলোকে, সে তা'র মন থেকে। পারে না—তাই কাঁদে।

আবার ওঠে। পথ চলা সুরু করে দেয়।

সন্ধ্যা নামে। তবু তার চলার বিরাম নেই।

সন্ধ্যা আরও গাঢ় হয়ে দেখা দেয়।

সবই ফিরে চলে—যে যা'র পথে।

কিন্তু পাগল ? সে চলে·····

আঁধারে কোথায় মিশিয়ে যায় কেউ বলতে পারে না।

———

সান্ধ্য

—শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়।
প্রথম বার্ষিক।
বিজ্ঞান বিভাগ বি।

দিবসের আলো যখন মিলাল
আকাশের পরপারে,
চরণ দু'খানি তুমি গো বাড়ালে
আঁধারের অভিসারে

দিনের শেষের শিথিল কুসুম
ধরার ধুলায় লুটে,
তোমার শুভ্র চরণ পরশে
চাঁপা জুই বেল ফুটে।
তিমির আঁধার ঘনাইয়া আসে
সুদূর বটের ফাঁকে,
মুখরা বধূরা গ্রামের নদীতে
যায় গো কলস কাঁকে।
থেমে গেল সব পাখীর কাকলী,
নিরিবিলি হল বন,
আঁধার-বাসার তটিনীর পায়ে
জাগে ওই কন্ কন্।

নীড়হারা ওই বলাকার দল
ছুটে সুদূরের পানে,
আপনারে আজ হারায়েছে তারা
অসীমের জয়গানে।
মূর্ত্ত হইয়া, দ্বারে দ্বারে আজি
এল আঁধারের রাণী ;
সান্ধ্য দীপের উজল শিখায়,
নিয়ে অলকার বাণী।
মন্দির হ'তে ধীরে ধীরে জাগে
দেবের আরতি গান,
মজিদ্ হইতে, ভাসিয়া আসে গো
সকরুণ নওজান।

প্রহর জানিতে আকাশেতে ধীরে
উঠে একে একে তারা,
অমানিশা রতে বাহিরিয়া আসে
ভাঙিয়া আঁধার কারা।

জোনাকি আলোয় আরতি তোমার
ঝিঁঝিঁর নুপূর সাথে,
নদীর বক্ষে তারার আলোকে
জ্বলে এ তিমির রাতে।

তুষারাবৃত দক্ষিণ মেরু

—শ্রী যতীন্দ্র নাথ বসু।
৪র্থ বার্ষিক শ্রেণী (কলা বিভাগ)।

আজ আমরা যাদের কথা বলতে বসেছি তারা তাদের কুসুমিত যৌবনের আনন্দ, বার্দ্ধক্যের শান্তি সব উৎসর্গ করে এই বিশাল পৃথিবীর নদ নদী পাহাড় ঝরণা তুষারাবৃত শুভ্র মেরু দেশের গোপন কথা আমাদের চক্ষের সামনে ধরে দিয়ে গেছে। আজ এই গোলাকার পৃথিবীটার কোন অংশে কোন অসভ্য কষ্ট সহিষ্ণু জাতিরা বরফের গৃহ নির্ম্মান করে সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত কচ্ছে, কোন বৃহৎ জল রাশি ভীষণ শীতে জমে বরফ হয়ে যায় কোন পর্ব্বতে বৃহৎ প্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত হয়ে পৃথিবীর বুকে ঝর ঝর করে বেয়ে